পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের লজ্জাশীলতার ঘটনাবলী

01-September-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً ثَمَرُهَا اَكْبَرُ مِنَ التُّفَّاحِ، وَاَصْغَرُ مِنَ الرُّمَّانِ.اَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ،وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ، وَاَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ،وَاَغْصَانُهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ،وَجُذُوْعُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَوَرَقُهَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ لَا يَاْكُلُ مِنْهَا اِلَّا مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ: আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করবেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের

চেয়ে নরম, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় । ঐ বৃক্ষের শাখাগুলো হবে মুতির, শিখর হবে স্বর্ণের আর পাতা হবে পদ্মরাগের। ঐ বৃক্ষের ফল শুধু তারাই খেতে পারবে যারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(আল হাভী লিল ফাতাওয়া ২/৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা এ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানে বুযুর্গগণের লজ্জাশীলতা সম্পকীর্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করবো। যেমনিভাবে,

তাদেরকে তো ফিরিশতারাও লজ্জা করতো

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চাদর জড়িয়ে নিজের বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় আমীরুল মুমীনিন আবু বকর

সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন, তখন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন, অতঃপর তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন, তখনো হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই অবস্থায় চাদর জড়িয়েই বসে ছিলেন, অতঃপর তাঁর থেকে (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) অনুমতি চাইলেন, তখন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে আসার অনুমতি দিলেন আর তাঁর প্রয়োজনও মিটিয়ে দিলেন, তখন তিনিও চলে গেলেন, তখনো হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চাদর জড়িয়ে এভাবে বসে ছিলেন। অতঃপর হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসার অনুমতি চেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সোজা হয়ে বসে গেলেন আর হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: “তোমার চাদর নিয়ে নাও!” অতঃপর (হযরত) ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে তিনিও চলে গেলেন, উম্মুল মুমীনিন হযরত আয়েশা আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর আগমনে আপনি তেমন কোন (অবস্থান) পরিবর্তন করেননি যেমনটি (হযরত) ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য করেছেন? তখন রাসুলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “ওসমান খুবই লজ্জাশীল ব্যক্তি, যদি তাঁকে এই অবস্থায় অনুমতি দিতাম তবে আশঙ্কা রয়ে যেত যে, তাঁর প্রয়োজন পূরণ হতো না।” অর্থাৎ তিনি লজ্জার কারণে কোন কথা না বলেই ফিরে যেতেন।

(মুসলিম, বাবু ফাযায়িলে ওসমান ইবনে আফফান, ১৩০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশিক্ষিত প্রিয় সাহাবী

হযরত ওসমানে গণী যুন্নুরাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিরূপ লজ্জাশীলতা সম্পন্ন ছিলেন যে, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতো স্বয়ং লজ্জাশীলতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বও তাঁর লজ্জা ও শরমকে সম্মান করতেন আর আল্লাহ পাকের নিস্পাপ ফিরিশতারাও তাঁকে লজ্জা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রবিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: অবরোধের সময় আমি আমীরুল মুমীনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকটে ছিলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আল্লাহ পাকের শপথ! আমি না কখনো জাহেলী যুগে অসৎ কর্ম করে ছিলাম আর না ইসলাম কবুল করার পরে বরং ইসলাম কবুল করার পর আমার লজ্জা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।"

(সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল মাহারিবা, ২৩৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০২৪, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আমীরুল মুমীনিন হযরত ওসমানে গণী যুন্নুরাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মোবারক চরিত্র সম্পর্কিত কিছু তথ্য শ্রবণ করি: ♣ তাঁর নাম "ওসমান", উপনাম "আবু ওমর" এবং উপাধী "জামেউল কুরআন ও যুন্নুরাঈন"। ♣ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে তৃতীয় খলীফা। তাঁর বিবাহ বন্ধনে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহাজাদী একের পর এক আবদ্ধ হন। ♣ তাঁর চেহারা ও আকৃতিতে হযরত ইব্রাহীম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খুবই মিল ছিলো। ♣ তাঁর শানে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিলো। ♣ তাঁকে ফিরিশতারাও লজ্জাবোধ করতেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের পথে দু'বার হিজরত করেছেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক বড় ব্যবসায়ী ও খুবই দানশীল ছিলেন। ♣ খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। ♣ তিনি

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৮২ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। ♣ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই অত্যাচারিত হয়ে, রোযা অবস্থায় কুরআনের তিলাওয়াত করতে করতে শাহাদতের সূধা পান করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর লজ্জাশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন, যেখানে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একজন সাহাবীর লজ্জাশীলতার এই অবস্থা, সেখানে স্বয়ং লজ্জাশীলতার দিক নির্দশন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতার কি অবস্থা হবে। যেমন;

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলো, যেমন কোন কুমারী মেয়ে পর্দার মধ্যে লজ্জাবতী হয়ে থাকে।

(মিশকাত, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামাহ, ২/৩৪৫, হাদীস: ৫৮১৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ বর্ণিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কুমারী নারীর যখন বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাকে ঘরের এক কোণায় বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগে মেয়েরা খুবই লজ্জাবতী হতো, পরিবারের লোকদেরও লজ্জা করতো, কারো সাথে খোলা মেলা কথা বলতো না, হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লজ্জা এর চাইতেও বেশি ছিলো, লজ্জা মানুষের বিশেষ রত্ন (সম্পদ), ঈমান যতই মজবুত হবে, লজ্জাও তত বেশি হবে। **(মীরাতুল মানাযিহ, ৮/৭৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত জীবনে মানুষকে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। (১) বাল্যকাল (২) যৌবনকাল ও (৩) বৃদ্ধকাল। বাল্যকাল মানুষের আগ্রহ খেলা-ধুলার দিকেই বেশি ধাবিত থাকে, বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুবই দূর্বল হয়ে যায়, রোগ বালাই এসে ভর করে, গুনাহের দিকে কম ধাবিত হয় এবং ইবাদতের দিকে আগ্রহ বেড়ে যায়, আর যৌবনকাল সেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা, যখন মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদার প্রভাব বেশি হয়ে থাকে, কেননা জীবনের এই অংশে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে, আর যৌবনের উন্মত্ততায় মত্ত হয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্যকে ভুলে যায় আর জীবনের এই মূল্যবান সময়কে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কাজে অতিবাহিত করার পরিবর্তে অশ্লীল কাজে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং যুবসমাজকে অশ্লীলতার ধ্বংসলীলা থেকে বাচাঁনোর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم উদাহরণীয় জীবন এক আইডিয়াল (আদর্শ) স্বরূপ। এই নেক ব্যক্তিদেরও নফস ও শয়তান লাখো মন্দ কাজে প্ররোচনা দিতো কিন্তু এই পবিত্র সত্তারা ভরা যৌবনেও লজ্জাশীলতার আচঁল শক্তভাবে আকড়ে ধরতেন আর এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দান ও দয়ার উপযোগী সাব্যস্ত হতেন। আসুন! এমনি এক লজ্জাশীল যুবকের ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

নিশ্চয় আমাকে দু'টি জান্নাত দান করা হয়েছে

আমীরুল মুমীনিন হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মোবারক যুগে এক যুবক অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজেও তাঁর ইবাদত দেখে হতবাক হতেন। যুবকটি ইশার নামায মসজিদে আদায় করার পর নিজের বৃদ্ধ পিতার সেবা করার জন্য যেতেন। রাস্তায় এক সুন্দরী নারী তাঁকে

ডাকতো। কিন্তু যুবকটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে চলে যেতেন। অবশেষে একদিন সেই যুবক শয়তানের প্ররোচনা এবং সেই মহিলার ডাকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি যখনই দরজায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ পাকের এই মহান ফরমানটি স্মরণে এসে গেলো: পারা ৯ সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০১:

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓىٕفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০১)

(پ۹،الاعراف ۲۰۱)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

এই আয়াতে মোবারাকা স্মরণে আসার সাথে সাথে তাঁর মনে আল্লাহ পাকের ভয় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যখন সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরে যায়নি, তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে এলেন আর লোকজনের সাহায্যে তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর পিতা তাঁর কাছে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটি সম্পূর্ণ ঘটনা বলার পর যখনই পবিত্র আয়াতটির কথা উল্লেখ করলেন, তখন পূনরায় তাঁর উপর আল্লাহ পাকের ভয় প্রভাব বিস্তার করলো। সে তখন জোরে একটি চিৎকার দিয়ে উঠলো আর তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। রাতারাতি তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। সকালে ঘটনাটি যখন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কাছে পেশ করা হল, তখন তিনি সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে তাঁর পিতার নিকট গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন: রাতেই কেন আমাকে জানালেন না? তাহলে আমিও জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম। তিনি আরজ

করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার আরামের কথা ভেবে আপনাকে তা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চলুন। সেখানে গিয়ে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন: পারা: ২৭, সূরা: রহমান, আয়াত: ৪৬।

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ

(পারা: ২৭, সূরা: রহমান, আয়াত: ৪৬)

(پ۲۷،الرحمن۴۶)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।

তখন কবরের ভেতর থেকে সেই যুবক উচ্চ আওয়াজে বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আমাকে দুইটি জান্নাত দান করেছেন। **(শরহুস সুদূর, ২১৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ ওয়ালাদের যুবকাবস্থায়ও ইবাদত করা ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার কিরূপ মনমানসিকতা ছিলো যে, যুবকাবস্থায় অধিকাংশ সময় আল্লাহ পাকের ইবাদত ও পিতা-মাতার সেবায় অতিবাহিত করতেন, এই মহান ব্যক্তিরা শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। আর এই কারণেই গুনাহের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নিজের দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতেন আর নিজের পবিত্র সত্তাকে অশ্লীল কাজ দ্বারা মলিন করা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। মনে রাখবেন! শয়তান মুসলমানদের চরম শত্রু, তার পুরোদমে চেষ্টা থাকে, যেকোন ভাবেই মুসলমান নেককার লোকদের পথ থেকে সরিয়ে অন্যায় ও পাপের পথে পরিচালিত করা, যাতে সমাজ থেকে লজ্জার অস্থিত্ব বিলীন হয়ে যায় আর নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সবত্র ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং বুদ্ধিমানদের উচিৎ, সেই লজ্জাশীলতার অগ্রদূত অর্থাৎ পুর্ববর্তী বুযুর্গগণের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِم اَجۡمَعِیۡن এই আঁচলকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং অভিশপ্ত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আর কখনোই শয়তানের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে শয়তানের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, যেমন; পারা ২, সূরা: বাকারা, ১৬৮ ও ১৬৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَّلَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّیۡطٰنِ ؕ اِنَّہٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا یَاۡمُرُکُمۡ بِالسُّوۡٓءِ وَالۡفَحۡشَآءِ وَاَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۶۹﴾

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৮,১৬৯)

(پ۲،البقرۃ:۱۶۸-۱۶۹)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু সে তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেবে আর এরই যে, আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা রচনা করো, যে সম্বন্ধে তোমাদের খবর নেই।

শয়তানের কাজ কি?

এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরে সীরাতুল জীনানে রয়েছে: শয়তানের কাজই হচ্ছে, সে লোকদের পাপাচারের দিকে আহ্বান করবে, কুফর ও শিরকের দিকে আহ্বান করবে, আল্লাহ পাক সম্পর্কে মন্দ আকীদা পোষণ বা তাঁর হালালকৃত বস্তুকে হারাম বলা আর তাঁর হারামকৃতকে হালাল বলার দিকে আহ্বান করবে, পাপ কাজ যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, ওয়াদা খেলাফি, অপবাদ, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে। শুধু তাই নয়, অশ্লীলতার কাজ

গান, বাজনা, সিনেমা, নাটক, নাচ, কুদৃষ্টি, অশ্লীল বাক্যালাপ, গালি-গালাজ, নাজায়িয সম্পর্ক, খারাপ খেয়ালে দেখা, স্পর্শ করা, ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয়ের দিকে আহ্বান করাও শয়তানের কাজ। আফসোসের বিষয় হলো, আজকাল এই মন্দ কাজগুলোর অনেক কাজে আহ্বানকারীর মধ্যে পরিবারের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব, ঘর, বাজার, সমাজ, অফিসার ইত্যাদির সাহায্য ও উৎসাহ অনেকাংশেই (অন্তর্ভূক্ত) থাকে।

(সীরাতুল জীনান ১/২৭০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরকে আমাদের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও সকল মুসলমানের সংশোধনের চেষ্টা করা উচিৎ আর তাদের ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী শরয়ী পর্দা করার মানসিকতা তৈরী করা উচিৎ, কেননা ইসলাম এমনই এক জীবন বিধান যা মহিলাদের সম্মান ও মহত্বের রক্ষক, এই জন্যই তো তাদের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি সন্তানের উত্তম শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে পারা ২২, সূরা: আহযাব এর ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩)
(پ۲۲،الاحزاب:۳۳)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের ঘরসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

অপর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে: পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মসুলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

(پ۱۸، النور: ۳۱)

করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে,

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজের অবনতি ও উন্নতির মধ্যে নারীর এক বড় ভূমিকা রয়েছে, যেমন; যদি নারী নেককার, পরহেযগার ও লজ্জাবতী হয় তবেই এই গুনাবলী তার বংশধরদের মাঝেও পরিবর্তিত হয়ে আসবে। সুতরাং নারীদের উচিৎ, যেন নাজায়িয ফ্যাশন করা এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ধণ না করে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদী, বিশেষ করে শাহজাদীয়ে কওনাইন, খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র আচার ও আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পর্দার মধ্যে থাকাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা, কেননা এঁরা সেই পবিত্রতম নারী সত্তা, যাদের মধ্যে প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের কারণে লজ্জাশীলতার মূল জিনিস ব্যাপক হারে বিদ্যমান ছিলো। বিশেষত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহাজাদী খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর লজ্জার অবস্থা তো দেখার মতো ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আসুন! তাঁর অতুলনীয় লজ্জাশীলতা সম্পর্কীত একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

খাতুনে জান্নাতের পর্দা

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী (প্রকাশ্য) ওফাতের পর খাতুনে জান্নাত, শাহাজাদীয়ে কওনাইন, হযরত ফাতেমাতুয যাহারা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর প্রিয় নবীর বিরহ এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো! তাঁর ওফাতের পূর্বে শুধুমাত্র একবারই মুচকি হাসতে দেখা গিয়েছিলো। এই ঘটনাটা কিছুটা এরূপ, হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর এই উদ্বেগ ছিলো যে, আমি তো সারা জীবন পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এখন যদি মৃত্যুর পর আমার কাফন পরিহিত লাশে মানুষের দৃষ্টি পড়ে যায়! একদা হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি হাবশায় দেখেছি যে, জানাযার সাথে গাছের ডাল বেঁধে দোলনার মতো বানিয়ে তার উপর পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর তারা খেজুরের ডাল আনিয়ে, তা জুড়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে দেখালেন। তিনি খুবই খুশি হলেন এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গিয়েছিলো। ব্যস! এই এক মুচকি হাসি ছিলো যা হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর একবারই দেখা গিয়েছিলো। **(জাযবুল কুলুব, ১৫৯ পৃষ্ঠা)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! দুনিয়ার চোখ লজ্জাশীলতার এমন এক অসাধারণ দৃশ্য সম্ভবত আর দেখেইনি, তারপরও প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর জীবনভর প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিরহ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লজ্জার চাদর শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর শুধু এই ভাবনাই ছিলো যে, যেন মৃত্যুর পর আমার কাফন কোন পর-পুরুষের নজরে না পড়ে।

উম্মে খাল্লাদের পর্দা

এমনিভাবে সাহাবীয়ায়ে রাসুল হযরত উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর এক ঘটনা রয়েছে, এক যুদ্ধে তাঁর ছেলে শহীদ হয়ে গেছে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এ ব্যাপারে জানার জন্য চেহারায় নেকাব লাগিয়ে পর্দা সহকারে বারগাহে

রিসালত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ উপস্থিত হলেন। এতে কেউ আশ্চার্য হয়ে বললেন: এমন মুহূর্তেও আপনি মুখে নেকাব পড়ে আছেন! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলতে লাগলেন: আমি সন্তান হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু লজ্জা-শরমতো হারায়নি। **(সুনানে আবি দাউদ, ৩য় খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৮৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! পর্দা করার অবস্থা যে, সন্তান শহীদ হওয়ার পরও উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا "পর্দা" ঠিক রেখেছেন। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে পর্দাকে مَعَاذَ الله (আল্লাহ পাকের পানাহ) বোঝা মনে করা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নারীদের বেপর্দা বাজারে ও পার্কে যাওয়ার কারণে বেহায়া ও নির্লজ্জতা আরো বেশি বেড়ে চলেছে আর এই বেপর্দার জন্য পুরুষদের মধ্যে কুদৃষ্টিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমাদের যুব সমাজ কুদৃষ্টিতে অভ্যস্থ হয়ে যাচ্ছে, তারা এই মন্দ উদ্দেশ্যে গলি-মহল্লা, বাজার, শপিং সেন্টার, পার্ক, স্কুল, কলেজ মোটকথা যেখানেই বেপর্দা নারীদের সমাগম হয়, সেখানে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াই, খুব কুদৃষ্টি দিয়ে থাকে আর নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে। মনে রাখবেন! কুদৃষ্টি দেয়া মানুষের কাজ নয় বরং শয়তানের কাজ। আসুন! কুদৃষ্টির নিন্দা সম্পর্কীত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ নারী হচ্ছে আউরাত (অর্থাৎ লুকোনোর জিনিস), যখন সে বের হয় তখন শয়তান তাকে উঁকি দিয়ে দেখে। **(তিরমিযী, ২/৩৬২, হাদীস: ১১৭৬)**

(২) زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ অর্থাৎ চোখের যেনা হলো দেখা।

(আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৫৮, হাদীস: ২১৫২)

(৩) দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিশের তীর সমুহের মধ্যে বিষাক্ত একটি তীর, ব্যস! যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা বর্জন করলো তবে আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার মিষ্টতা সে তার অন্তরে পাবে।

(মু'জামুল কবীর, ১০/১৭৩, হাদীস: ১০৩৬২)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "মিনহাজুল আবেদীন" এ বলেন: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام থেকে বর্ণিত: নিজেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাও, কেননা কুদৃষ্টি অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে, অতঃপর এই কামভাব কুদৃষ্টি দানকারীকে ফিতনায় ফেলে দেয়। **(মিনহাজুল আবেদীন, প্রথম অধ্যায়, ৬২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হাদীসে মোবারাকায় কুদৃষ্টির নিন্দা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই বদ অভ্যাসে লিপ্ত তার উচিৎ, এই বদ অভ্যাস থেকে তাওবা করা এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টাও করা, নয়তো মনে রাখবেন! কুদৃষ্টি মানুষকে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয়, এর কারণে বান্দা না শুধু আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি অর্জন করে বরং সর্বদা তার হৃদয় ও মস্তিস্কে শয়তান আরোহন হয়ে থাকে, উদ্ভট অশান্তি এবং কামভাব ও বিভিন্ন খারাপ খেয়াল প্রাধান্য বিস্তার করে, আর বান্দা নফসের প্রশান্তির জন্য আরো ভয়াবহ গুনাহ করে বসে। আসুন! বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর লজ্জা ও দৃষ্টির হিফাযতের আরো ঘটনা শ্রবণ করি।

বর্ণিত আছে: হযরত আসওয়াদ বিন কুলসুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই লজ্জাশীল ও পূণ্যাত্মা যুবক ছিলেন। চলার সময় তাঁর দৃষ্টি সর্বদা এমনভাবে ঝুঁকে থাকতো যে, পাশদিয়ে চলাচল কারীদেরও দেখতেন না।

তখনকার সময় ঘরের দেওয়াল এতটা উঁচু হতো না। একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক মহিলা অপর মহিলাকে বললো: তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চলে যাও, এক যুবক আসছে। একথা শুনে অন্য মহিলা বললো: আরে! ইনি তো হযরত আসওয়াদ বিন কুলসুম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর দৃষ্টি তো মাটি থেকে উঠেই না, অতএব তিনি কোন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি কিভাবে দিবেন। **(উয়ূনুল হিকায়াত, ৩২৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভবিষ্যতে আর কখনো উপরের দিকে দেখবো না

হযরত মাজমাআ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার উপরের দিকে তাকালে একটি ছাদে কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলো। সাথে সাথেই দৃষ্টি নিচে করে নিলেন এবং এমনভাবে লজ্জিত হলেন, আর দৃঢ় সংকল্প করে নিলেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনো উপরের দিকে তাকাবো না। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৪১)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জা খুবই মহান একটি গুণ, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান সময়ে গুনাহের নিত্য নতুন পদ্ধতি যেন আত্মসম্মান বোধের জানাযা পড়িয়ে দিলো। লজ্জার চাদর ছিড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যোসাল মিডিয়ার **(Social Media)** মাধ্যমে জানি না কেমন ভাবে অনৈসলামিক রীতিতে একে অপরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে আখিরাতে ধ্বংসের সামগ্রী জমা করছে। জ্বি হ্যাঁ! আজকাল শুধু একে অপরের সাথে কথা বলাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং একে অপরকে ছবিও পাঠাতে থাকে, এখন তো مَعَاذَ الله (আল্লাহ পাকের পানাহ) বিশেষ দিনগুলোতে যেমন; কখনো ঈদে বা বিজয়

দিবসের নামে, কখনো "নববর্ষ" এর নামে কখনোবা সন্তানের জন্মদিনের নামে অনুষ্ঠান আয়োজন করে গান-বাজনা শুনে থাকে, যেন বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা চরম শিখরে পৌঁছে যায়, مَعَاذَ الله (আল্লাহ পাকের পানাহ) বেপর্দা নারীরা সেজেগুঁজে যেন প্রদর্শনের দাওয়াত দিচ্ছে। এখন ভ্রমন করা বাসে হোক বা ট্রেনে, কোচে হোক বা উড়োজাহাজে, সর্বত্রই বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার দৃশ্যাবলী থেকে নিজেকে বাঁচানো খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমান হিফাযত করুক, মুখ, চোখ, কান ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে গুনাহ থেকে হিফযত নসীব করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি দু'চোখ থেকেও প্রিয়

আপন যুগের প্রসিদ্ধ ওলী হযরত ইউনুস বিন ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুবক অবস্থায় ছিলেন, অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাতেন, একবার মসজিদ থেকে ঘরে ফিরার সময় হঠাৎ এক নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লো আর অন্তর তার দিকে ঝুঁকে গেলো কিন্তু সাথে সাথেই লজ্জিত হয়ে তাওবা করলো আর আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে দোয়া করলো: "হে আমার পাক পরওয়ারদিগার! চোখ যদিও অনেক বড় নেয়ামত, কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা যেন আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে না যায় আর আমি এর কারণে আযাবে পতিত হয়ে না যায়, হে আমার মালিক! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নাও, সুতরাং তাঁর দোয়া কবুল হলো আর তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১৬৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن কিরূপ লজ্জা সম্পন্ন ছিলেন যে, যদি কোন নারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সাথে সাথেই দৃষ্টি ঝুঁকিয়ে নিতেন আর আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন, কিন্তু আফসোস! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن এর অনুসারী, তাঁদের ইসালে সাওয়াবের ইজতিমার আয়োজনকারীতো অনেক, কিন্তু তাঁদের পবিত্র চরিত্রের উপর আমল করার চেষ্টাকারী অনেক কম বরং একেবারেই কম, দৃষ্টিকে হিফাযতকারী অনেক কম, লজ্জাশীল অনেক কম, "আল্লাহ পাক দেখছেন" এই মনোভাবকারী অনেক কম, "আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অবলোকন করছেন" এই মনোভাবকারীও অনেক কম, আখিরাতকে ভয়কারী অনেক কম, আখিরাতের আযাবকে মনে করে গুনাহ বর্জনকারী অনেক কম, দৃষ্টিকে সংযত রাখার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি অনেক কম, কম এবং কম।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বর্তমান যুগে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ চরিত্রের উপর না শুধু তিনি নিজে আমল করছেন বরং নিজের অনুসারীদের, মুরীদদের ও ভালবাসা পোষণকারীদেরও এই নেককার ব্যক্তিদের অনুসরণের উৎসাহ প্রদান করে খাদাভীরুতা, লজ্জা ও দৃষ্টিকে সংযত করার মানসিকতা দিতেই থাকেন। যেমন;

একবার তিনি دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আরব আমিরাত থেকে করাচী আসার পূর্বে দৃষ্টিকে সংযত রাখা সম্পর্কে একক প্রচেষ্টা সম্বলিত এক ই-মেইল **(E-mail)** নিজের বড় শাহাযাদা ও উত্তরসূরী হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مَدَّ ظِلُّہُ الۡعَالِی কে প্রেরণ করেন, যার কিছু অংশ এখানে পেশ করছি:

اِنْ شَآءَ الله বৃহস্পতি ও শুক্রবারে মধ্যবর্তি রাতে চ.ও.অ যোগে রাত প্রায় ১২টার দিকে রওয়ানা হবো আর اِنْ شَآءَ الله রাত তিনটার দিকে করাচী এয়ারপোর্টে (**Airport**) পৌঁছে যাবো। যেহেতু এয়ারপোর্টে (**Airport**) বেপর্দা নারীতে ভরা নষ্ট পরিবেশ তাই মানসিকতা এমন যে, আমি এয়ারপোর্টে (**Airport**) কাউকেই আসতে বলবো না, কেননা আমার বলাতে সবাই আসবে আর কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে না আর আখিরাতে আমাকেও যেন এর হিসাব দিতে না হয় যে, তুমি যখন অবস্থা সম্পর্কে জানতে যে, সবাই চোখের হিফাযত করতে পারবে না, তবে কেন নিজের নফসকে খুশি করতে লোকদেরকে এয়ারপোর্টে (**Airport**) জমা করেছো? হায়! হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা নেই, আমি সকল গুনাহ থেকে বারবার তাওবা করেছি, আপনাকে সাক্ষী রেখেও তাওবা করছি। অটল থাকার জন্য দোয়া করবেন। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীদের আগমনের ব্যাপারটা আমার অপারগতা, সৌভাগ্য হবে যদি শুধুমাত্র ড্রাইভার ও নিরাপত্তা কর্মীরাই আসে আর তাও গাড়ি পার্কিং -এ অপেক্ষা করে।

(ইনফিরাদি কৌশিশ, ১১৭ পৃষ্ঠা)

নেক আমল নং ২২ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه চোখের হিফাযতের ব্যাপারে কিরূপ স্পর্শকাতর (**Sensitive**) প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব যে, নিজের আগমনে স্বাগতম জানানোর জন্য আসতে ইচ্ছুক আশিকানে রাসূলদের এয়ারপোর্টের (**Airport**) বেহায়াপনা পরিবেশের কথা ভেবে নিজে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই এয়ারপোর্টে না আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করছেন বরং না আসার কারণও বলে দিলেন যে, এই জায়গায় কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা খুবই কঠিন। সুতরাং

আমাদের উচিত, আমরাও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও বুযুর্গানে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই নিজেকেও লাজ-লজ্জার অনুসারী বানাবো, ঘরে বা বাইরে বের হলে দৃষ্টিকে গুনাহে ভরা পরিবেশ থেকে বাঁচবো। আর এই আমলের উপর দৃঢ় থাকার জন্য ৭২টি নেক আমল নামের পুস্তিকা প্রতিদিন নিজে পূরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৭২টি নেক আমল নামের পুস্তিকার মধ্যে কিছু নেক আমল এমনও রয়েছে যে, যদি আমরা সেটার উপর নিয়মিত আমল করা শুরু করে দিই তাহলে আমার চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সফল হয়ে যাবো। আসুন! ঐ নেক আমলের মধ্যে হতে একটি নেক আমল ২২ নম্বরের ব্যাপারে শ্রবণ করি এবং সেটার উপর আমলের নিয়্যতও করি। যেমন

নেক আমল নং ২২ হলো; আপনি কি আজ আপনার ঘরের জানালা দিয়ে (বিনা প্রয়োজনে) বাইরে এমনকি অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতর উঁকি দেয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক ও অশ্লীল বাক্যালাপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে যেখানে আমাদের অধিকাংশই বেহায়া ও নির্লজ্জতায় ভরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত দেখা যায়, সেখানে অহেতুক বাক্যালাপ ও অশ্লীল কথাবার্তাও আমাদের সমাজে এমনভাবে প্রসার হয়ে গেছে যে, আমাদের যেকোন বৈঠকেই এই গুনাহ থেকে বাঁচা খুবই কষ্টকর, যেখানে কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে আর কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত আখিরাতের পরিণতির বিষয়ে নির্ভয় হয়ে অহেতুক ও অশ্লীল বাক্যালাপে মগ্ন থাকে, তাদের এই বিষয়ে

একেবারে চিন্তা থাকে না যে, আমাদের এই কথাবার্তা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, তিনি তো আমাদের এরূপ কথাবার্তা করতে নিষেধ করেছেন, যেমন; পারা ১৪, সূরা নাহল এর ৯০নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৯০)
(پ۱۴، النحل:۹۰)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কথা ও অবাধ্যতা থেকে;

আমাদেরও উচিৎ আল্লাহ পাকের এই হুকুমের উপর আমল করে তাঁর সন্তুষ্টি ও সন্তোষজনক কাজে জীবন অতিবাহিত করা আর তাঁর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ থেকে বেঁচে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ অনুযায়ী, মুমিন দোষ অন্বেষনকারী, লানত প্রদানকারী, অশ্লীল বাক্যালাপকারী ও বেহায়া হতে পারে না। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৩৯৩, হাদীস: ১৯৮৪)** আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের লজ্জাশীলতার অবস্থা এমন ছিলো যে, অশ্লীল ও মন্দ বাক্যালাপ থেকে না শুধু নিজে বাঁচতেন বরং নিজের অনুসারীদেরও অশ্লীল বাক্যালাপ করা থেকে নিষেধ করতেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমন অনেক মানুষও পাওয়া যায়, যারা নিজেরা তো অশ্লীল বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকে কিন্তু যদি কাউকে অশ্লীল বাক্যালাপ ও মন্দ কথাবার্তা বলতে শুনে, তবে তার সেই অশ্লীল বাক্যালাপ ও মন্দ কথাবার্তায় مَعَاذَ الله (আল্লাহ পাকের পানাহ) অনেক আনন্দ ও স্বাদ অনুভূত হয় আর মন্দ কথাবার্তা থেকে বারণ করার পরিবর্তে তাদের উৎসাহ দিয়ে নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়। এমন লোক সম্পর্কে নবী করীম রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চার (৪)

প্রকারের জাহান্নামী, যারা ফুটন্ত পানি ও আগুনের মাঝখানে দৌঁড়াদৌঁড়ি করে করে শাস্তি ও ধ্বংসের প্রার্থনা করতে থাকবে। এদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি হবে, যার মূখ থেকে পুঁজ এবং রক্ত প্রবাহিত হবে। জাহান্নামীরা বলবে: "এই দূর্ভাগার কি হলো! আমাদের কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে?" বলা হবে: "এই দূর্ভাগা মন্দ ও খারাপ কথাবার্তার দিকে মনোযোগী হতো, এর থেকে মজা নিতো যেমন; যৌন মিলনের কথায়।"

(ইত্তিহাফুস সা'দাত লিয যুবাইদী, ৯/১৮৭)

হযরত শুয়াইব বিন আবি সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: "যে নির্লজ্জতার কথায় স্বাদ গ্রহণ করে, কিয়ামতের দিন তার মূখ থেকে পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে।" **(প্রাগুক্ত, ৮৮১ পৃষ্ঠা)**

কুকুরের আকৃতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কামভাবের প্রশান্তির জন্য তোমার বিয়ে, আমার বিয়ে বলে নির্লজ্জপূর্ণ প্রলাপকারী নাটকের ভক্ত, অশ্লীল সিনেমা অবলোকনকারী, সিনেমা হলে গমনকারী, সিনেমার গান গুনগুনকারীরা বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। মনে রাখবেন! হযরত ইব্রাহীম বিন মাইসারা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: বেহায়াপূর্ণ কথাবার্তার বক্তা কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে আসবে।" **(ইত্তিহাফুস সা'দাত ৯/১৯০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মনে রাখবেন, সকল মানুষ কবর থেকে মানুষের আকৃতিতেই উঠবে, অতঃপর হাশরের ময়দানে পৌঁছোতেই অনেকের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। **(মীরাত, ৬/৬৬০)**

“লজ্জাশীল যুবক” পুস্তিকার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن লজ্জাশীলতা ও লজ্জা বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা “লজ্জাশীল যুবক” এর অধ্যয়ন করুন। আপনি এই পুস্তিকায় লজ্জার সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ, লজ্জার আহকাম, দাইয়্যুস ও ফাসিকের সংজ্ঞা, নারীদের সংশোধনের পদ্ধতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লজ্জার বর্ণনা করা হয়েছে, মাকতাবাতুল মদীনা আরো একটি পুস্তিকা তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের সপ্তম অংশ “পে’করে শরম ও হায়া” নামে প্রকাশ করেছে, এই পুস্তিকায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক জীবনের কিছু ঘটনা আমাদের শিক্ষার জন্য উত্তম পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

সুতরাং আজই এই দুটি পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং অন্যদেরকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন। এই পুস্তিকা দুটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে পাঠও করতে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষের মধ্যে লজ্জাশীলতার বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে, এদের মধ্যে অনেকে আল্লাহ পাকের সেই নেককার বান্দা রয়েছেন, যারা তাঁর ভয়ে বেহায়া ও গুনাহের কাজ হতে দূরে থাকে, আবার অনেকে লোকের সামনে বদনামী হওয়ার ভয় এবং লজ্জায় মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে কিন্তু অনেক লজ্জাহীন মানুষ এমনও রয়েছে যে,

যারা বদনামীর তোয়াক্কা করে না, এমন লোকেরা নির্দিধায় সব ধরনের গুনাহ করে বসে, নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে অনৈতিকতার সাগরে অবতরণ করে এবং মনুষত্বহীন কাজ করতে সামান্যতমও লজ্জাবোধ করে না, দিন রাত তাদের হাত, পা, মুখ ও চোখ এবং মন ও মনন গুনাহে লিপ্ত থাকে। মনে রাখবেন! আমাদের এই সুস্থ অঙ্গ সমূহ আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, আমাদের আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে এই অঙ্গ সমূহকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ পাকের সাথে লজ্জার হক আদায় করা উচিৎ।

আল্লাহ পাকের সাথে লজ্জা করার অর্থ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাককে লজ্জা করো, যেমনভাবে করার দরকার। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আরয করলাম: আমরা আল্লাহ পাককে লজ্জা করি আর সব প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। ইরশাদ করলেন: তখন নয়; বরং আল্লাহ পাককে যথার্থ লজ্জা করার অর্থ হচ্ছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত যতগুলো অঙ্গ রয়েছে এবং পেট ও পিঠ যে যে অঙ্গ সমূহকে ঘিরে আছে, তার নিরাপত্তা দান করা আর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পঁেচ গলে যাওয়াকে স্মরণ করা আর আখিরাতের আকাঙ্ক্ষীরা দুনিয়ার চাকচিক্যকে ছেড়ে দেয়, তবে যে এরূপ করবে সেই আল্লাহ পাককে লজ্জার করার হক আদায় করেছে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৩৩, হাদীস: ৩৬৭১)**

যদি আমরা সারা জীবন হাত পা-কে গুনাহে লিপ্ত রাখি, মুখকে অশ্লীল বাক্যালাপে অভ্যস্ত করি, চোখ দ্বারা কুদৃষ্টি দিতে থাকি, তবে মনে রাখবেন! এই অঙ্গই কাল কিয়ামতের মাঠে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে

যাবে, যেমন; পারা ১৮, সূরা: নূর এর ২৪নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

(পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ২৪)

پارہ18سُوْرَۃُنُوْر آیت 24

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে তাদেরই রসনাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা করতো সে সম্বন্ধে;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয় করুন, এমন যেন না হয় যে, আজ যে অঙ্গসমূহ দিয়ে আমরা বেহায়াপূর্ণ কাজ করতে লজ্জাবোধ করছি না এবং র্নিদ্বিধায় আপন প্রতিপালকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে এই অঙ্গসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আমাদেরকে যেন জাহান্নামে পৌঁছিয়ে না দেয়। সুতরাং আজই সকল গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিন এবং ভবিষ্যতে বেহায়াপনার সকল কাজ থেকে বাঁচার নিয়্যত করে নিন আর লজ্জাশীল হওয়ার চেষ্টা করুন। আসুন! এবার লজ্জাশীল হওয়ার কিছু পদ্ধতি শ্রবণ করি।

আল্লাহ পাক দেখছেন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মানুষের এক স্বাভাবিক স্বভাব যে, যদি আমরা একাকীত্বে গুনাহ করার সময় আমাদের পরিচিত কেউ দেখে ফেলে, তবে লজ্জায় একেবারে আমাদের মাথা নত হয়ে যায় এবং তার সামনে যাওয়াকে এড়িয়ে চলে, যদি আমরা আপন প্রতিপালকের ব্যাপারে এই মনমানসিকতা তৈরী করে নিই যে, "আল্লাহ পাক আমাদের দেখছেন"

তবে এভাবে গুনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি আমাদের ভেতর লজ্জাশীলতা সৃষ্টি হবে।

চোখ হিফাযতের পদ্ধতি

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইহইয়াউল উলুমে বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: দৃষ্টিকে নিচে রাখার ব্যাপারে আমাকে কোন্ বিষয়টি সাহায্য করবে? তিনি বললেন: এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, যেদিকে তুমি দৃষ্টি দিচ্ছ, এর পূর্বেই তোমাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শি (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) দেখছেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩২৫)**

লজ্জার ফযীলত ও বেহায়াপনার সতর্কতা:

লজ্জাশীলতার অভ্যাস গড়ার জন্য বারবার লজ্জার ফযীলত ও বেহায়াপনার সর্তকতা সমূহ পড়তে থাকুন বা শুনতে থাকুন আর এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করুন, অন্যদেরকেও এই বর্ণনা শুনিয়ে তাদেরও মানসিকতা তৈরী করুন। এর উপকারীতা এরূপ হবে যে, এই বর্ণনাগুলো আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে যাবে আর বেহায়াপনা ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচার লজ্জাশীলতা নসীব হবে। اِنۡ شَآءَاللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম কোর্সের বিভাগ

ইমামত এমন একটি পবিত্র বিভাগ যে, প্রত্যক ব্যক্তি অন্তর থেকে এটার সম্মান করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: ইমামত ইসলামের একটি উত্তম সেবা আর হালাল রিযিক অর্জনের একটি উত্তম পন্থা। “ইমাম কোর্স বিভাগ”এর যিম্মাদারীর মধ্যে এটাও অন্তর্ভূক্ত

রয়েছে যে এটা দেশ বিদেশের মসজিদের জন্য উপযোক্ত ও দায়িত্ববান ইমাম ও মুয়াযিযন প্রস্তুত করা। এই বিভাগ এই বিষয়কে নিশ্চিত করে যে, দাওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় যিম্মাদারদের পক্ষ থেকে ইমামগণের ইমামতি ও নামায সম্পর্কে মৌলিক ফরয জ্ঞান সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত রাখেন, তারা মুত্তাকি হওয়ার সাথে সাথে আমলকারীও, দ্বীন ও মসলকের দরদ রাখেন, মাদানী মুযাকারার নিয়ম অনুযায়ী ১২ দ্বীনি কাজের সাড়া জাগায়। ইমামগণ ভালো বয়ান করার সামর্থ, আকীদার মধ্যে দৃঢ়তা, ইমামত ও খতিবের উপযোক্ততা, তাজবীদ ও ক্বিরাত সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করার সামর্থের মাধ্যমে ধন্য হওয়ার সাথে সাথে সুন্দর সমাজের মধ্যে জীবন অতিবাহিতকারী হবে। এই জন্য ইমাম কোর্সে মৌলিক আকীদা সমূহ, নামায ও ইমামত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ফিকহী মাসআলা, তাজবিদ ও ক্বিরাত ও উত্তম চরিত্র শিখানোর সাথে সাথে সাংগঠনিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সের বরকতে অনেক মানুষ নামায সঠিক করার সাথে সাথে ইমাম হয়ে প্রত্যাবর্তন করে আর সমাজে সম্মানের স্থান পায়। সুতরাং যার সুযোগ হয় তার অবশ্যয় ইমামত কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন করা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনী অধ্যয়ন করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জাশীলতা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি হলো; বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ঘটনাসমূহ ও তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করা, অনেক সময় আল্লাহ ওয়ালাদের জীবনী ও চরিত্রে উদ্ভুদ্ধ হয়ে বেহায়াপনা ও গুনাহের কাজকে ঘৃণা, নেককাজের দিকে ধাবিত এবং তাঁদের মতো হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সালমান

ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কীত তাঁরই বর্ণনা শ্রবণ করুন, যেমন; তিনি বলেন: "আমি মৃতুবরণ করার পর জীবিত হবো, অতঃপর মৃতুবরণ করার পর জীবিত হবো, অতঃপর মৃতুবরণ করার পর জীবিত হবো, তবুও আমার কাছে এটা তার চেয়ে উত্তম যে, কারো লজ্জাস্থান দেখবো বা কেউ আমার লজ্জাস্থান দেখবে। **(তাম্বিহুল গাফিলিন, ২৫৮ পৃষ্ঠা)**

উত্তম সঙ্গ অবলম্বন করো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জাশীলতার উন্নতিতে পরিবেশ ও শিক্ষারও বড় একটি প্রভাব রয়েছে। লজ্জাময় পরিবেশ সহজলভ্য হলে লজ্জা খুবই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, পক্ষান্তরে বেহায়া লোকের সংস্পর্শে কলব (অন্তর) ও দৃষ্টির পবিত্রতা কেঁড়ে নিয়ে নির্লজ্জ করে দেয় আর মানুষ অসংখ্য অনৈতিক ও নাজায়িয কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা আর কারো সঙ্গ গ্রহণ করার পূর্বে গভীরভাবে ভেবে দেখা যে, সে কার সংস্পর্শ গ্রহণ করছে, কেননা দ্বীনদার বন্ধু খোঁজার উৎসাহ দিতে গিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "প্রকৃত বন্ধু খোঁজ ও তাদের সংস্পর্শে জীবন অতিবাহিত করো, কেননা তারা খুশির সময় সৌন্দর্য ও কষ্টের সময় সম্বল স্বরূপ আর কোন গুনাহগারের সঙ্গ গ্রহণ করো না, কেননা তার থেকে গুনাহ করাই শিখবে।" **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৪)**

বেহায়াপনার ক্ষতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেহায়াপনার আখিরাতের ক্ষতি তো আছেই, এর দুনিয়াবী ক্ষতিও কম নয়, নির্লজ্জ মানুষ সমাজে শোচনীয়ভাবে অপদস্থ হয়ে থাকে, তার ভাব-গাম্ভীর্যও নষ্ট হয়ে যায়,

মানুষের মনে তার প্রতি সামান্যতমও সম্মানবোধ থাকে না, এছাড়া আরো অনেক ক্ষতি রয়েছে।

নিজের মধ্যে লজ্জাশীলতা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি হলো; আমরা বেহায়াপনার ক্ষতি সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, কেননা এর পরকালিন ক্ষতি তো আরো কঠিন হবে, যেমন; হযরত ইব্রাহীম বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অশ্লীল কথাবার্তা বলে এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে আসবে।" **(ইত্তিহাফুস সা'দাত লিয যুবাইদী, ৯/১৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া করার আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব ফয়যানে সুন্নাত এর খাবারের আদব অধ্যায়ের **১৬৫**নং পৃষ্ঠায় দোয়া করার বিভিন্ন আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি। ✶ প্রতিদিন কমপক্ষে ২০বার দোয়া করা ওয়াজিব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাযীদের এ ওয়াজিব, নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। কারণ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো) ও দোয়া আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর) বলাও দোয়া। **(১২৩, ১২৪ পৃষ্ঠা)** ✶ দোয়াতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুনাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আম্বিয়াগণের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা

যাবে না। (৮০-৮১ পৃষ্ঠা) ✶ যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটার দোয়া করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হল অসম্ভব অভ্যাসের দোয়া চাওয়া। অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দোয়া করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দোয়া, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৮১ পৃষ্ঠা) ✶ গুনাহের দোয়া করবেন না, যেমন, অন্যের সম্পদ যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ্। (৮২ পৃষ্ঠা) ✶ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দোয়া করবেন না। (যেমন-অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (৮২ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

দোয়া করার অবশিষ্ট আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যয় অংশ গ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)